

12 JAN 2017 ...



পাঠ্যপুস্তকে ভুল ছাপা এবং বেমানান বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া কিংবা মেডিক্যাল শিক্ষায় জোড়াতালির ইস্যু বাদ দিলেও শিক্ষাসংক্রান্ত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের প্রায়ই ব্যথিত করে তোলে। শিক্ষার পরিকল্পনা, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পরীক্ষাপদ্ধতিতে যা খুশি তা-ই করার বাড়াবাড়ি দেখে মনে হচ্ছে, শিশুদের কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়গুলো বুঝতে তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের সমস্যা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে প্রধানমন্ত্রী এর আগে জোরালো নির্দেশনা দিলেও তা মানা হচ্ছে না।

একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি হলো শিক্ষার উন্নয়ন। প্রবাদে আছে 'যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত'। জাতিকে উন্নত করতেই শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ নজর রাখা হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম থেকেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। ২০১০ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং পরবর্তী সময়ে শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা আইন প্রণয়নের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। এ ছাড়া শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ নীতিগত অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এককথায় বলা যায়, নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে হলেও বাংলাদেশে এরই মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু শিক্ষায় নানা ধরনের উন্নয়ন ঘটলেও কিছু ক্ষেত্রে প্রায়ই আপত্তি-বিপত্তি লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রায়ই বিশেষ কিছু মারাত্মক সমস্যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে। এতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচণ্ড রকমভাবে আক্রান্ত হয়। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার পাশাপাশি আক্রান্ত হন শিক্ষকরাও। ফলে সবার মনে প্রশ্ন জেগেছে কেন শিক্ষাব্যবস্থা আক্রান্ত হচ্ছে বারবার। কয়েক দিন ধরে গণমাধ্যমে 'ভুলে ভরা পাঠ্য বই' নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। নতুন বছরের বই উৎসব নিয়ে যেমন উদ্দীপনা ও অনুভূতি হওয়ার কথা, সেটি এবার হয়ে ওঠেনি। কারণ শিশুদের নতুন বইয়ের ছাপায় কিছু সাংঘাতিক ধরনের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে। যেসব ইস্যুতে কিংবা যুক্তিতে এসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা গোটা শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে প্রলব্ধ করে তুলেছে। এ বিষয়ে গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার পর পর্যালোচনার জন্য এরই মধ্যে একটি কমিটি করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। ভুলগুলো পরিমার্জনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের এরই মধ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানতে পেরেছি। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম অনেক সময়ের কথাই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। এসব সমস্যা কোনোটি সমাধান হয় আবার কোনোটি সমাধানের ধারেকাছেও আসে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংশোধনযোগ্য সমস্যা হলেও তা হেলাফেলা করে উদ্যোগের অভাবে সংকেটেই থেকে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে শুধু 'পাঠ্য বইয়ে ভুল' নিয়ে নয়, শিক্ষার আরো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংকেট আমাদের চোখে পড়ছে।

ড. সুলতান মাহমুদ রানা ▸ শিক্ষায় যত সংকট

এমনকি গণমাধ্যমেই অনেক সমস্যা নিয়ে প্রতিনিয়ত আলোচনা-সমালোচনা চলছে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে যাচ্ছেন। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই নানাবিধ সমস্যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরেছে। কয়েক দিন ধরে পত্রপত্রিকায় মেডিক্যাল শিক্ষা নিয়েও বেশ কিছু সংকটের সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে এই ব্যবস্থাকে ক্রমেই সংকটের মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। অথচ স্বাস্থ্য খাত বিবেচনায় মেডিক্যাল সেক্টরটি আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতের উন্নয়নে সরকারের বিশেষ নজরও রয়েছে। তবুও প্রয়োজনের তুলনায় ৬৩ শতাংশ কম শিক্ষক দিয়ে চলছে মেডিক্যাল শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠা। আর এ সমস্যা সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে। শুধু শিক্ষকের ঘাটতিই নয়, অবকাঠামোর ঘাটতিও প্রকট। প্রায় ৮০ শতাংশ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে বস্তুত হাসপাতাল নেই। একটু আন্তরিকতা থাকলেই এ খাতটি আরো উন্নত করা সম্ভব। আমাদের দেশে মেডিক্যাল খাতে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে অনেক চিকিৎসকের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যথাযথভাবে চিকিৎসক গড়ে তুলতে না পারলে তারা সমাজের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বয়ে আনার আশঙ্কাই বেশি থাকে। পাঠ্যপুস্তকে ভুল ছাপা এবং বেমানান বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া কিংবা মেডিক্যাল শিক্ষায় জোড়াতালির ইস্যু বাদ দিলেও শিক্ষাসংক্রান্ত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের প্রায়ই ব্যথিত করে তোলে। শিক্ষার পরিকল্পনা, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পরীক্ষাপদ্ধতিতে যা খুশি তা-ই করার বাড়াবাড়ি দেখে মনে হচ্ছে, শিশুদের কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়গুলো বুঝতে তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের সমস্যা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে প্রধানমন্ত্রী এর আগে জোরালো নির্দেশনা দিলেও তা মানা হচ্ছে না। এমনকি শিশুর স্কুলব্যাগ তার শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি হতে পারবে না বলে গত ডিসেম্বরের গোড়ায় রায় দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। গত বছর পঞ্চম শ্রেণিতে যে শিশুটিকে ছয়টি বই পড়তে হয়েছে, এখন তাকে ১৪টি বই পড়ে পরীক্ষা দিতে হবে। হঠাৎ করে ছিগুণের বেশি পড়ার চাপ শিশুরাও সামলাতে পারবে না। এমনকি এত পাঠ্য পড়ানোর জন্য যথাযথ শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণও বেশির ভাগ

বিদ্যালয়ে নেই। উল্লেখ্য, বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা ও সংগীতের কোনো শিক্ষক নেই। ফলে শিক্ষা হয়ে পড়ছে কোচিংনির্ভর। বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ না থাকায় শিশুকে বাধ্য হয়েই কোচিংনির্ভর হতে হচ্ছে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা হওয়ার কথা আনন্দময়। কিন্তু এক বছরে বইয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ করে আনন্দের পরিবর্তে মানসিক চাপ সৃষ্টির বিষয়টি আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে আমরা আরো লক্ষ করছি যে তড়িঘড়ি করে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রদানে জোর দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক। শিক্ষার সব স্তরেই এই তড়িঘড়ি বিশেষভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। আর এই তড়িঘড়ির ফলে ভুলের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। কখনোই গুণগত মানের কথা চিন্তা করা হচ্ছে না। সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতাও লক্ষ করা যাচ্ছে। এরই মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখতে সঠিক ও প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ দেওয়ার জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে এসব পরীক্ষার খাতা দেখাতে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি হবে না, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে। দীর্ঘদিন থেকেই শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। কিন্তু শিক্ষাকে নিষ্কটক মাত্রায় আনা কেন সম্ভব হচ্ছে না তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে। এখন সবার মনেই একটি প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছে যে সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেন শিক্ষাকে নিষ্কটক করা সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় যে ভেতরে ভেতরে এমন কোনো ষড়যন্ত্র আছে, যা শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। কোনো কিছুকে অবহেলা না করে গুরুত্বসহকারে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যবস্থা করতে না পারলে শিক্ষার উন্নয়ন তথা রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
sultanmahmud.rana@gmail.com